দৈনিক
জনকণ্ঠ

1 JAN 2017
পৃষ্ঠা 8

পিইসি ও জেএসসির ফল

প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল এবার বেশ ভাল হয়েছে। সত্যিই এ সাফল্য আকাশচুম্বী। লক্ষণীয় হলো মেয়েদের অগ্রযাত্রা, উভয় পরীক্ষাতেই তারা যথেষ্ট ভাল ফল করেছে। এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বা পিইসিতে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৯৮.৫১ শতাংশ ও ইবতেদায়ী পরীক্ষায় ৯৫.৮৫ শতাংশ। বেড়েছে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিনন্দন এবং যারা নানা কারণে প্রত্যাশিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের প্রতি শুভকামনা। পরীক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে পারা সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা যায়। পরীক্ষার সময় এবার তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় শিশুরা নিরুদ্বেগ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে পরীক্ষা দিতে পেরেছে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যত আর সেই ভবিষ্যতকে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি করে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। শিশুরা যাতে সর্বদা নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে, পরীক্ষা দিতে পারে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সে বিষয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় খুদে শিক্ষার্থীদের এই উচ্চ সাফল্যে আমরা আনন্দিত। সারাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের আমরা অভিনন্দন জানাই। বিশেষভাবে বলতে হবে জেএসসি ও জেডিসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কথা। আমাদের দেশে এক সময় অষ্টম শ্রেণী পাস ছিল কর্মসংস্থানের ন্যূনতম যোগ্যতা। এখন দেখা যাচ্ছে মাত্র এক বছরেই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তালিকায় জেএসসি ও জেডিসি মিলে বিপুল সংখ্যক নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। আনন্দের এমন উপলক্ষে আমরা প্রত্যাশা করি, ভবিষ্যত প্রজন্মের এই মেধাবী মুখগুলো আগামী দিনেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখবে। আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পাসের হার শতভাগেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে পাসের হারের পাশাপাশি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও গুণগতমান বৃদ্ধির দিকে। প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার কমানোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসে। বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার যত হ্রাস পাবে, দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তত আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে। সরকারের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগবঞ্চিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কেবল পাসের হার বৃদ্ধি নয়; শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও যথার্থ যাচাইয়ের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। পরীক্ষায় ভাল করার চাপে শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও গবেষকরা নানাভাবে প্রকাশ করে আসছেন। এটি বিবেচনায় নিতে হবে। শহর ও গ্রামে খেলাধুলার ব্যবস্থা ও সময় সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কতখানি ভারসাম্যপূর্ণ হচ্ছে, সেটাও ভাবনা-চিন্তার বিষয়। শিশু-কিশোরদের পাঠ-বহির্ভূত বিষয়াদিতেও নজর দেয়া উচিত। অষ্টম শ্রেণীতে সার্টিফিকেট পরীক্ষা কিশোরদের বোর্ডের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলে– এমন যুক্তি হয়ত উপেক্ষা করা যাবে না। তবে ভেবে দেখা দরকার এই পরীক্ষাটি অনিবার্য কিনা।

আমরা বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পাসের হার শতভাগেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে পাসের হারের পাশাপাশি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও গুণগতমান বৃদ্ধির দিকে